

## মুক্তমনা নয়, সাধারণ মানুষের সন্ধানে

আব্দুর রহমান আবিদ

Email: abid921@yahoo.com

কিছুদিন আগে ‘ভিন্নমত’এ আমার একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল - ‘তাবলীগ জামাত কি এবং কেন’। ইসলাম এবং ইসলাম প্রচারের উপর খুব নিরীহ ধরনের লেখা। লেখাটা প্রকাশিত হবার পরদিন ভিন্নমতের একজন পাঠকের কাছ থেকে একটা ইমেইল পেলাম আমি। ইমেইলটা যিনি পাঠিয়েছিলেন তার নাম বাদে পুরো ইমেইলটা হুবহু এখানে তুলে ধরছি আমি:

BIG THANKS FOR YOUR "OSHADHARON" ARTICLE.

Since I read it in Muktomona, I felt writing to you, but I do not write to unknown people. Now in vinnomot your address is posted along with your article. That means your readers are allowed to respond to you personally.

Please go ahead, enlighten us about your real peaceful brand of Islam. We are fed up with political Islam, a real black spot on Islam's face, which has declared an informal war against world's non-Muslims.

ইমেইলটা পড়লে যে কেউই বুঝবেন যে ভদ্রলোক ইসলামপন্থী, নিরীহ ধর্ম পালনে বিশ্বাসী এবং আজকের অপব্যবহৃত রাজনৈতিক ইসলামের বিপক্ষে। আমি পাঠকদেরকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম ভদ্রলোকের পরিচয় guess করতে। লেখার শেষদিকে আমি তার পরিচয় প্রকাশ করবো। একটু শুধু hint দিয়ে রাখি - ‘ভিন্নমত’ এবং ‘মুক্তমনা’র পাঠকরা সবাই একনামে চেনেন এই ভদ্রলোককে।

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী, লেখক, কলামিস্টদের খুব common একটা ধারণা যে, তারা এবং তাদের মত যারা ধর্মে অবিশ্বাসী, তারাই শুধু মুক্তমনা। ধর্মে যারা বিশ্বাসী তারা কখনই ‘free thinker’ হতে পারেনা। তাদের দাবী সত্যি হলে বিশ্বের ৬০০ কোটি মানুষের মধ্যে ৫৯৯.৯৯ কোটি মানুষই ‘biased thinker’ যেহেতু নাস্তিকদের সংখ্যা সারা পৃথিবীতে আসলেই খুব কম এবং ৬০০ কোটি মানুষের প্রায় সবাই কোন না কোন ধর্মে বিশ্বাসী। মালয়েশিয়ার প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী, আনোয়ার ইব্রাহীমকে CNN কিম্বা BBC’র এক সাংবাদিক একবার প্রশ্ন করেছিল - “আপনি কি fundamentalist?” উত্তরে তিনি বলেছিলেন - “ধর্ম ব্যাপারটাই fundamental একটা জিনিষ। কাজেই যে ধর্মে বিশ্বাসী, সে ই fundamentalist। আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। কাজেই সেই অর্থে আমি Islamic fundamentalist”। তাই যদি হয়, তাহলে বিল ক্লিনটন, জর্জ ডব্লিউ বুশ, আল গোর.... এরাওতো fundamentalist। কেননা এরা কেউই নাস্তিক নন। এরা সবাই খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী। আমাদের দেশের বুদ্ধজীবীরা কি স্বীকার করবেন বিল ক্লিনটন, জর্জ ডব্লিউ বুশ fundamentalist? কিম্বা তারা biased thinker? কক্ষোনা না। ক্লিনটন সাহেবের, বুশ সাহেবের ‘মুক্তমনা’ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই তাদের। তাদের ক্ষেত্রে সাত খুন মাফ। সমস্যা শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রে। মুসলমান কেউ ধার্মিক হলে এবং সে যত নিরীহ ধর্ম পালনকারীই হোক না কেন, সে fundamentalist, সে fanatic।

গত বছরের শেষ দিকে বুয়েটে বুয়েট ছাত্রী সনি হত্যা, বুয়েটের ছাত্রী হলের নাম সনি’র নামে নামকরণ ইত্যাদি নিয়ে উদ্ভূত বিশৃংখল পরিস্থিতিতে বুয়েট ভিসি, ডঃ আলী মুর্তজা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারেননি। সঠিক ভাবে সামাল দিতে পারেননি খুব দ্রুত ঘটে যাওয়া বিশৃংখল ব্যাপারগুলো। ভিসি হিসেবে এটা তার নিদারুন অসফলতা। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের উচিত ছিল ডঃ আলী মুর্তজার অদূরদর্শিতার গঠনমূলক সমালোচনা করা এবং তাকে সমস্যা সমাধানে সঠিক পরামর্শ দেয়া। তা না করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, স্বনামধন্য লেখক, হুমায়ুন আজাদ বুয়েট ভিসিকে বললেন ‘মাদ্রাসা শিক্ষক’; বললেন ‘মৌলবাদী’। অথচ ডঃ আলী মুর্তজা নিরীহ

ধর্মপরায়ন একজন মানুষ। সত্যিকারের মৌলবাদ এবং মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে তিনিও একজন প্রতিবাদী কণ্ঠ। ফল কি হলো? বুয়েটের বর্তমান এবং প্রাক্তন সমস্ত ছাত্র এবং শিক্ষক, যারা ডঃ আলী মুর্তজাকে চেনেন এবং জানেন, তারা সবাই প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলেন অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের উপর। অবস্থান নিলেন হুমায়ুন আজাদসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। কি হবে এর সুদূরপ্রসারী ফল? ভবিষ্যতে জনাব হুমায়ুন আজাদের ভাল এবং মন্দ - সব কথাকেই প্রত্যাখ্যান করবে বুয়েটের সবাই।

হিন্দু মাইনরিটির উপর অত্যাচার, নির্যাতন আমাদের দেশে খুব বড় একটা issue ইদানীং। এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখিও হয়েছে পত্র-পত্রিকায়। সরকার পক্ষ এবং বিরোধীদল তাদের নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করেছেন বিষয়গুলো তাদের স্ব স্ব রাজনৈতিক অবস্থান থেকে। আমাদের দেশের বুদ্ধজীবী, লেখক, কলামিস্টদের মধ্যেও কেউ কেউ সোচ্চার হয়েছেন এর বিরুদ্ধে। কিন্তু তাদের বেশীরভাগই এর জন্যে দায়ী করেছেন ইসলামী মৌলবাদকে, কথা বলেছেন বিরোধীদলের সুরে সুর মিলিয়ে। সরকারকে করতে চেয়েছেন কোনঠাসা। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। মাইনরিটি পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি তেমন। অথচ আমাদের দেশের বুদ্ধজীবী, লেখক, কলামিস্টরা বিষয়টাকে যদি নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরতেন, তাহলে আমাদের সাধারণ মানুষের ভেতর ব্যাপক সচেতনতা আসতো এ বিষয়ে এবং তাতে করে সত্যিই হয়ত পরিবর্তন করা যেত এই পরিস্থিতির।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদের খুব common একটা ধারণা - ভারতে মুসলমানদের উপর যত অত্যাচার হয়, নির্যাতন হয়, মুসলমানদেরকে যতখানি discrimination এর শিকার হতে হয়, সেই তুলনায় বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর তেমন কিছুই হয়না। কেন এই তুলনা? বাংলাদেশতো ভারত না। ভারতে যা হচ্ছে তা ভারতের ব্যাপার। আমি তাবলীগে দু'মাস সময় কাটিয়েছি ভারতে - কোলকাতা, দিল্লী এবং গুজরাটে। তবে এর ভেতর গুজরাটের আহমেদাবাদেই সময় কাটিয়েছি সবচেয়ে বেশী - প্রায় দেড় মাস। মসজিদে মসজিদে থেকেছি এবং মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছি। মিশেছি সেখানকার মুসলমানদের সাথে। অবাক হবার মত বিষয় যে, মানুষ হিসেবে এরা আমাদের বাংলাদেশীদের চেয়েও অনেক নরম প্রকৃতির। এরা কিভাবে যে সেখানকার হিন্দুদের সাথে দাঙ্গায় লিপ্ত হয়, তা আল্লাহই ভাল জানেন। জামালপুর নামে এক শহরে আমেরিকা ফেরত এক এম বি এ কে দেখেছি কসাইগিরি করতে। তাদের ফ্যামিলির সবাই কসাই। বেচারী এম বি এ করে এসেও বদলাতে পারেনি তার fate। আরেক ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোককে দেখেছি দোকানদারী করতে। ভারত সরকার নিদারুণ discriminate করে সে দেশের মুসলমানদের চাকরি-বাকরি দেয়ার ক্ষেত্রে। গুজরাটে মুসলমানদের বসবাস মূলতঃ আহমেদাবাদেই। আহমেদাবাদ গুজরাটের রাজধানী। আমি কথা প্রসঙ্গে সেখানকার মুসলমানদেরকে বললাম - “তোমরা তো খুব lucky; সবাই তোমরা রাজধানী শহরে থাকতে পারছো।” কিন্তু এ বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া দেখলাম একেবারে উল্টো। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, যেসব শহরে Muslim concentration বেশী, ভারত সরকার সেই সব শহরেই ঐ প্রদেশের রাজধানী গড়ে তুলেছে। এতে administrative ভাবে মুসলমানদের উপর নজর রাখা, তাদের প্রতিটি গতিবিধি monitor করা এবং যে কোন বিশৃংখল পরিস্থিতিতে পুলিশ বাহিনী দিয়ে দ্রুত তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করতেই নাকি এই ব্যবস্থা। আর এ ভাবেই প্রতিটি দাঙ্গার সময় পুলিশী সহায়তায় ব্যাপকভাবে মুসলমান হত্যা করে হিন্দু চরমপন্থীরা। আমি সব শুনে থ'। এই হলো বাজপেয়ী, আদভানীদের secular ভারতের secularism এর নমুনা। অথচ আমাদের দেশে মন্ত্রী-মিনিষ্টার থেকে শুরু করে অফিস-আদালতের পিয়ন-আদালী পর্যন্ত সব পদেই মাইনরিটিরা আছেন। থ্যাংক গড্ (আল্লাহকে ধন্যবাদ) যে, বাংলাদেশ ভারতের মত অতখানি secular (?) দেশ না। একজন সভ্য, বিবেকবান মানুষ হিসেবে, একজন মুসলমান হিসেবে, আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত ভারতের এই একমুখী, মৌলবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা। পাশে দাঁড়ানো উচিত সে দেশের মুসলমানদের। কিন্তু তাই বলে ভারতে কি হচ্ছে তা থেকে প্রভাবিত হয়ে আমরা কি নির্যাতন করবো আমাদের দেশের হিন্দুদের উপর? কক্ষোনা না। বাংলাদেশের সমস্যাকে দেখতে হবে বাংলাদেশের মত করেই। একজন হিন্দুও যদি নির্যাতিত হয় আমাদের দেশে, তাহলে তার দায়ভার এসে পড়বে আমাদের সবার উপরে এবং একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে কখনই তা মেনে নেয়া যায়না।

খুব ছোটবেলায়, ক্লাস ফোর, ফাইভে পড়ি তখন। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অশোক ছিল অন্যতম। অশোকের বাবার নাম ছিল something ঠাকুর। আমরা ছোটরা তাকে শুধু ঠাকুর নামেই চিনতাম। অশোকরা ছিল আমাদের প্রতিবেশী। আমি

আর অশোক একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়তাম। আমার মনে আছে, আমাদের আরেক প্রতিবেশী, আসাদ মিয়া একবার উঁচু প্রাচীর দিয়ে তার বাড়ীর সীমানা ঘিরে নেবার সময় ঠাকুর আর আমাদের জমির খানিকটা করে দখল করে নিয়েছিল। এ নিয়ে অনেক মামলা-মোকদ্দমা আর সালিশ হলো। বিচারে রায় এলো ঠাকুর আর আমাদের পক্ষে। আসাদ মিয়া আমাদের দিকের প্রাচীর ভেঙে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে নতুন প্রাচীর দিলো। কিন্তু ঠাকুরের দিকের প্রাচীর ভাঙলো না সে। আমার বড় ভাই ঠাকুরের পক্ষ হয়ে অনেকদিন পর্যন্ত লড়েছিলেন - লাভ হয়নি কোন। এলাকার প্রভাবশালী আসাদ মিয়া তার জমির সীমানা অপরিবর্তিতই রেখেছিল। অশোকের বড় বোন, বড় ভাই দু'জনেরই বিয়ে হলো কোলকাতায়। এবং একদিন অশোকরা সবাই মিলে স্থায়ীভাবে পাড়ি জমালো কোলকাতায়। আমি অনেকদিন পর্যন্ত ভীষন মন খারাপ করে ছিলাম অশোকের জন্যে। আজ অশোক কোথায় আমি জানিনা। কিন্তু আমি নিশ্চিত - ছোট্ট একটা ক্ষত সারাজীবন ধরে অশোকের বুকের একটা জায়গা দখল করে থাকবে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে হিন্দু মাইনরিটির সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ ভাগের মত। আজ তা ১০-১২ ভাগে এসে ঠেকেছে। এরা সবাই migrate করে ভারতে চলে গেছেন। কেউ গেছেন স্বেচ্ছায়, কেউ গেছেন বাধ্য হয়ে। বাংলাদেশের জন্যে এর চেয়ে অগৌরবময় আর কিছুই হতে পারেনা যে, আমরা আমাদের হিন্দু মাইনরিটির সবাইকে ধরে রাখতে পারিনি আমাদের দেশে।

কিন্তু এর সাথে ইসলামের কতটুকু সম্পর্ক? বুয়েটে আমার দুই বন্ধু ছিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের - সাজু আর উত্তম। আমরা সবাই থাকতাম আহসানউল্লাহ হলে। উত্তম থাকতো হিন্দু ব্লকে। খাবার সময় ডাইনিং হল এবং ঘুমের সময় রুমে - এ ছাড়া উত্তমকে কখনই খুঁজে পাওয়া যেত না হিন্দু ব্লকে। উত্তম পুরো সময়টা থাকতো সাজুর রুমে। সাজু কোন রাতে রামপুরায় তার বোনের বাসায় থেকে গেলে উত্তম সে রাতে সাজুর রুমেই ঘুমাতো। কতদিন সাজুকে খুঁজতে গিয়ে দেখেছি কাঁথা মুড়ি দিয়ে সাজুর বেডে শুয়ে আছে উত্তম। লেখাপড়া, ঘোরাফেরা, আড্ডা দেয়া - উত্তম আর সাজু সবসময় একসাথে। অথচ সাজু ছিল কঠিন তাবলীগী। বিশাল কালো দাড়ি, সাদা লম্বা জোঝা, সাদা গোল টুপী - ঘরে বাইরে সবসময়, সব জায়গাতেই সাজুর ছিল এই তাবলীগী পোষাক। সাজুর কঠিন ধর্মপালন উত্তমের সাথে তার বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কখনই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

আমি বুয়েটের ফাইনাল ইয়ারে তাবলীগে যোগ দেয়ার পর আমার বন্ধুদের, যাদের সাথে আড্ডা দিতাম একসময়, কারো কারো সাথে খানিকটা দূরত্ব তৈরী হয়ে যায় আমার। দূরত্বটা তৈরী করেছিল ওরাই। ওরা সবাই মুসলমান বন্ধু। অথচ বিপদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা আগের মতই রইল। বিপদও থাকতো আহসানউল্লাহ হলের হিন্দু ব্লকে। আমার মুসলমান বন্ধুরা তাবলীগ নিয়ে আমাকে tease করলে, সবসময় বিপদ আমার পক্ষ নিত। তর্ক করতো ওদের সাথে। একবার বিপদ খুব বড় একটা সমস্যায় পড়লো। খুবই ব্যক্তিগত এবং নিদারুণভাবে মান-সন্মান জড়িত সেই সমস্যা। বিপদ তার সেই সমস্যার কথা কাউকে বলেনি আমি ছাড়া। এমনকি আমাদের কোন হিন্দু বন্ধুকেও না। আমি বিপদকে আমার সাধ্যমত সাহায্য করেছিলাম, এমনকি আমার লেখাপড়ার খানিকটা ক্ষতি করেও। বিপদ আমাকে বলেছিল - “আবিদ, আমার জন্যে আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করিস তুই”। আমি প্রতিদিন নামাজের পর আল্লাহর কাছে বিপদের জন্যে দোয়া করেছি যতদিন না বিপদের সমস্যা কেটেছে।

না, ইসলাম আমাদেরকে ঘৃণা করতে শেখায়নি বিধর্মীদেরকে। কোরানে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে কি লেখা আছে, আমরা সাধারণ মানুষরা তা জানিনা। আমরা ইসলাম মানি, ধর্ম মানি নিরীহভাবেই যেভাবে শিখেছি পারিবারিক পরিবেশ থেকে। তাহলে গোপালগঞ্জ, ভোলা কিম্বা বরিশালে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু হিন্দু পরিবারকে যে উচ্ছেদ করা হয়েছে, সন্ত্রমহানী করা হয়েছে সেসব পরিবারের মেয়েদের, কিম্বা ঢাকার তাঁতীবাজার আর ঠাঠারীবাজারে যে ভেঙে দেয়া হয়েছে হিন্দু মন্দির - সেগুলোর ব্যাখ্যা কি?

জোট সরকার ক্ষমতায় আমার পর বরিশাল, ভোলাসহ বাংলাদেশের কোন কোন জায়গায় বি এন পি, জামাতীরা বিক্ষিপ্তভাবে নির্যাতন করেছে কোন কোন হিন্দু পরিবারের উপর, ভেঙে দিয়েছে কিছু কিছু হিন্দু মন্দির। এবং বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন যে কোন মানুষই বুঝবেন যে, এর পেছনে আসলে ধর্মীয় কোন ব্যাপার নেই। পুরো ব্যাপারটাই রাজনৈতিকভাবে ফায়দা লোটার সাথে

সম্পর্কযুক্ত। আর এ কারনেই অনেক জায়গায় আওয়ামীলীগাররাও সুযোগ নিয়েছে এই পরিস্থিতির। হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে, হিন্দু মন্দির ভেঙে জোট সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে তারা। এই হলো আমাদের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের চরিত্র। তার মানে এই না যে, বাংলাদেশে সাধারণ মানুষরা কখনই হিন্দু মন্দির ভাঙেনি বা অত্যাচার করেনি কোন হিন্দু পরিবারের উপর। করেছে। তবে সেক্ষেত্রে স্বভাবগত আবেগপ্রবন এবং স্বল্প শিক্ষিত এই সাধারণ মানুষগুলোকে প্ররোচিত করেছে, উক্ষে দিয়েছে স্বার্থপর, সুবিধাবাদী রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতারা। সারাজীবন যে নামাজ পড়েনি, রোজা রাখেনি, এসব ভাঙাভাঙিতে সেই মানুষটাকেই হয়ত দেখা গেছে সবচেয়ে সামনে। কাজেই ধর্মের সাথে আসলে কোন সম্পৃক্ততা নেই এসবের। দোষ ধর্মের অপব্যবহারের এবং অপব্যবহারকারীদের।

ইসলাম যদি বিধর্মীদের উপর অত্যাচার করতে, বিধর্মীদেরকে হত্যা করতে সত্যিই প্ররোচিত করতো, তাহলে আরববিশ্বে কোন অমুসলমানকেই আমরা দেখতে পেতামনা আজ। অথচ আরববিশ্বে আরবী ভাষাভাষি অসংখ্য খৃষ্টান রয়েছে। মুসলমানদের সাথে এদের কোন পার্থক্য নেই সেসব দেশে। নেই কোন বৈষম্য - না শিক্ষা-দীক্ষায়, না চাকরি-বাকরি তে, না অফিস-আদালতে। এদের সবার পরিচয় একটাই - এরা আরব। আমার বর্তমান অফিসে আমার ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার একজন লেবানীজ খৃষ্টান। তার অফিসে আমেরিকার পতাকার সাথে লেবাননের পতাকাও টাঙিয়ে রেখেছেন তিনি। একজন আরব হিসেবে তিনি গর্বিত। মজার ব্যাপার হলো, অফিসিয়াল মিটিং এবং সেমিনার গুলোতে আমেরিকানরা তার নাম এবং origin শুনে তাকে মুসলমান বলে মনে করে। আমার ম্যানেজার তাদের ভুল ভাঙাননা কখনও। এমনি এক প্রফেশনাল সেমিনারে একবার এক সাদা আমেরিকান মেয়ে আমার ম্যানেজারকে প্রশ্ন করেছিল - “তোমরা মুসলমানরা ইসরাইলে কেন সুইসাইড বসিং করছো?” আমার ম্যানেজার মুচকি হেসে পাণ্টা প্রশ্ন করেছিলেন সেই মহিলাকে - “তুমি কি কখনও সুইসাইড করতে চাও?” উত্তরে মহিলা বলেছিল - “না।” আমার ম্যানেজার তখন তাকে বলেছিলেন - “প্যালেস্টাইনীরাও তাদের জীবনকে তোমার মত করেই ভালবাসে। তুমি একটা মানুষকে ফ্যামিলি লাইফ দাও, লেখাপড়ার পরিবেশ দাও, আমাদের মত পার্টি টাইমে ফান্ করার সুযোগ দাও, বেঁচে থাকার আনন্দকে উপভোগ করতে দাও - তারপর দেখো সেই মানুষটা আর সুইসাইড করতে চায় কিনা। ওরা আজ এমন এক পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার ভেতরে আসলে কোন পার্থক্য নেই। কাজেই ওরা সুইসাইড বসিং করলে কতখানি দোষ দেয়া যায় ওদের?” আমি নিশ্চিত - একজন অমুসলমান হয়েও প্যালেস্টাইনী আরবদেরকে আমার ম্যানেজার যে সিম্প্যাথেটিক দৃষ্টিতে দেখেন, আমরা অনেক বাংলাদেশী মুসলমানরাও প্যালেস্টাইনী আরবদেরকে সে দৃষ্টিতে দেখিনা। এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে, ‘ভিন্নমত’ সম্পাদক জনাব কুদ্দুস খানের ‘মুসলিম বিশ্ব ব্রাদারহুড’ থিওরী কিন্তু এক্ষেত্রে ফেইল করেছে। বরং দেখা যাচ্ছে আঞ্চলিক এবং ভাষাগত ব্রাদারহুডের ব্যাপারটাই বেশী শক্তিশালী।

তারপরও আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী, লেখক, কলামিস্টরা আমাদের দেশের সব সমস্যার পেছনে ঘুরেফিরে ইসলামকেই দায়ী করেন। ব্যাপারটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। ইসলামের দুর্নামের গীত গাওয়ায় যেন বুদ্ধিজীবী হওয়ার মূল শর্ত, মুক্তমনা হওয়ার মূল শর্ত। তাদের সমস্ত মেধা আর শক্তি দিয়ে তারা আক্রমণ করেন ইসলামকে, আক্রমণ করেন কোরানকে। ফলে কি হয়, সাধারণ ধর্মপ্রান মানুষরা এদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করে এবং একসময় সাধারণ মানুষের সাথে সীমাহীন দূরত্বের এক দেয়াল তৈরী হয়ে যায় এদের। আর তাই এত শিক্ষিত, এত জ্ঞানী, এত rational হয়েও তারা কখনই সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারেননা। মানুষ তাদের ভাল, মন্দ সব কথাতেই প্রত্যাখ্যান করে।

মতিউর রহমান নিজামী আজ বাংলাদেশ সংসদের সাংসদ। শুধু সাংসদই না, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী। গত দুর্গাপূজায় নিজামী সাহেব তার এলাকার হিন্দুদের মাঝে গেছেন, তাদের কুশলাদী জিজ্ঞেস করেছেন, খোঁজ-খবর নিয়েছেন। শুধু তাই না, administrative ভাবে নিশ্চিত করেছেন যেন ঠিকঠাক মত সম্পন্ন হয় দুর্গাপূজা; পূজা মন্ডপ আর পূজায় আসা হিন্দুদের নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয় কোথাও। অথচ ’৭১-এ এই মানুষটা ছিল পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের আল-বদর বাহিনীর Chief Commander যারা পাকিস্তানী আর্মিদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সরাসরি যুদ্ধ করেছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। পুরুষদের পোষাক খুলে খুলে পরীক্ষা করেছে কে হিন্দু আর কে মুসলমান। হত্যা করেছে হিন্দু পুরুষদেরকে। সন্ত্রাসহানী করেছে হাজার হাজার হিন্দু নারীর। আর আজ নিজামী সাহেব বাংলাদেশে দুর্গাপূজার নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করছেন। বুদ্ধির

প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে কে? মতিউর রহমান নিজামী নাকি ফতেমোল্লা, কামরান মির্জা, ডঃ জাফরউল্লাহ? ফতেমোল্লা জামাতে ইসলামকে আহবান করেছেন আলোচনার জন্যে এবং তার এ আহবান তিনি post করেছেন ‘ভিন্নমত’, ‘মুক্তমনা’, ‘মাসিক বিপ্লব’ সহ আরও বেশ কিছু ওয়েব সাইটে। অনেক মানুষ এসব পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে ইমেইল পাঠিয়েছেন ফতেমোল্লার আর্টিকলগুলো তাদের ওয়েব সাইট থেকে সরিয়ে ফেলতে। খান সাহেবের ‘ভিন্নমত’ এবং অভিজিৎ রায়ের ‘মুক্তমনা’ ছাড়া এসব লেখকদের লেখা আর কোথাও হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবেনা একদিন। কিছুদিন আগে আমার পরিচিত এক বড় ভাইকে একটা ইমেইল পাঠিয়েছিলাম মুক্তমনায় পাঠানো আমার একটা লেখার ব্যাপারে। ভদ্রলোক উত্তরে লিখলেন - “মুক্তমনা তো নাস্তিক আর pro-Indian দের একটা ওয়েব সাইট। আমিও একসময় মেসেজ পাঠাতাম ওদের ফোরামে; এখন আর ওদের সাইটে ঢুকিইনে। তুমি লেখা পাঠানোর আর জায়গা পেলে না?” ভদ্রলোক নিতান্তই সাধারণ মানুষ, কোন পন্থী-টপ্পনী না। মুক্তমনা তার কাছে এবং তার মত হাজারও সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।

ধর্মকে যারা সবসময় আক্রমণ করে লেখেন, সাধারণ মানুষ তাদেরকে ততখানিই ঘৃণা করেন যতখানি তারা ঘৃণা করেন ধর্মীয় চরমপন্থীদেরকে। কুদ্দুস খান, অভিজিৎ রায়, ফতেমোল্লারা সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের শানিত কলম দিয়ে ইসলামের চার বিয়ে, মেয়েদের পর্দা এবং কোরানের বিজ্ঞান আর জেহাদের আয়াতকে কটাক্ষ করে নিরন্তর লিখে যাবেন। নিদারুণ আহত করবেন সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে। লাভের ভেতর কি পাবেন তারা? বাবরী মসজিদ ভাঙা হবে, গুজরাটে মুসলমান নিধন হবে, ভাঙা হবে তাঁতীবাজার আর ঠাঠারীবাজারের হিন্দু মন্দির। আর বহাল তবয়তে মন্ত্রীশিখরে ধাপে ধাপে উঠতে থাকবেন নিজামী, সাইদীরা এবং publicly নিশ্চিত করবেন দুর্গাপূজার নিরাপত্তা।

ইসলামকে আক্রমণ নয়। কুদ্দুস খান, ফতেমোল্লা, আবুল কাশেম, কামরান মির্জা, ডঃ জাফরউল্লাহ - সবার প্রতি আমার আহবান - ইসলাম অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে আপনারা লিখুন। এখনও সময় আছে। মানুষ তাদের ফিরিয়ে নেয়া দৃষ্টি আবারও ফেরাবে আপনাদের দিকে। আপনাদের মেধা আর ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে আক্রমণ করুন ইসলাম অপব্যবহারকারী ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সুবিধাবাদী নেতাদেরকে, জরুরী নয় আপনারা নিজেরা ধর্মে বিশ্বাসী না অবিশ্বাসী। সবার বিরুদ্ধে লিখুন - লিখুন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যিনি নিজামীকে নিয়েছেন তার মন্ত্রীসভায়; লিখুন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যিনি ক্ষমতার লোভে রক্তদ্বার মিটিং করেছেন নিজামী, সাইদীদের সাথে; লিখুন আব্দুল গাফফার চৌধুরীর বিরুদ্ধে যিনি নিউ ইয়র্কের হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান পরিষদের মিটিং-এ বলেছেন - “গো ব্যাক টু বাংলাদেশ উইথ আর্মস্।” লিখুন হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান পরিষদের বিরুদ্ধে যারা আব্দুল গাফফার চৌধুরীর গলায় জুতার মালা দেবার বদলে প্রবল করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে তার এই ভয়ঙ্কর উস্কানীমূলক বক্তব্যকে। লিখুন বি এন পি, জামাতীদের বিরুদ্ধে যারা ক্ষমতায় এসে বরিশাল, ভোলায় নির্যাতন করেছে কোন কোন হিন্দু পরিবারের উপর; লিখুন আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে যারা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে, হিন্দু মন্দির ভেঙে দোষ চাপিয়েছে জোট সরকারের ঘাড়ে। লিখুন ভারতের ‘পুশ ইন’ নীতির বিরুদ্ধে। তবেই না মানুষ বুঝবে আপনারা নিরপেক্ষ। তখন পাঠকরাই বিচার করবে কে বিজেপি’র দালাল, কে pro-Indian আর কে সৎ, নিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক। বড় গলায় নিজের নিরপেক্ষতার সাফাই গাওয়ার প্রয়োজন পড়বেনা তখন।

সন্মানিত পাঠকরা কি পেরেছেন guess করতে কার ইমেইল আমি তুলে দিয়েছি আমার লেখার শুরুতে? হ্যাঁ, ইনিই স্বনামধন্য ফতেমোল্লা, যার নাম শুনলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে লাগে বেশীরভাগ সাধারণ ধর্মপ্রান পাঠকদের। মজার ব্যাপার হলো, ফতেমোল্লা নিজে কিন্তু ইসলাম বিশ্বাসের, ধর্ম পালনের বিপক্ষে না। কিন্তু তথাকথিত ‘মুক্তমনা’ সাজার মোহ তাকে পৌঁছে দিয়েছে তার আজকের এই অবস্থানে যেখানে বসে জামাতীদের বিরুদ্ধে তারস্বরে চিৎকার করেও আসলে লাভ নেইকোন। দু’চার জন ‘মুক্তমনা’ ছাড়া তার আশপাশে আর কাউকেই পাবেননা তিনি। এ থেকে মুক্তি চাইলে তাকে বদলাতেই হবে তার অবস্থান। নইলে বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় জামাতীদের কাছে চিরকাল পরাজিত হবেন তিনি।

ফতেমোল্লা সহ আর সব তথাকথিত ‘মুক্তমনা’ দের বোধদয় হোক, তারা তাদের সীমাবদ্ধতা ভেঙে বেরিয়ে আসুক, সেটাই আমার কামনা। মুক্তমনা নয়, আমি অপেক্ষায় রইলাম সেইসব সাধারণ মানুষের আশায় যারা কথা বলবেন আমাদের ভাষায়। আমাদের মত সাধারণ মানুষের ভাষায়। আর আমরা তাদেরকে ভাবতে পারবো - এরা তো আমাদেরই কেউ।।